কবির বক্তব্য। পরের পংক্তিতেও এই ছয় সংখ্যাটি ষড়রিপু অর্থে দুবার ব্যবহার করা হয়েছে। **বদ্ধ পথে যায় না যাওয়া**—সাধনার চির প্রচলিত পথ অনুসরণ করলে পাশা খেলার মত খানিকটা অগ্রসর হওয়া যায় সত্য, কিন্তু সেই পথেই বার বার ফিরে আসতে হয়—সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। **পেকেও ফিরে কেঁচে এলো**—বোধহয় কবি বলতে চান, সাধন পথে অনেকদূর অগ্রসর হয়েও তিনি সিদ্ধিলাভ করতে পারলেন না।

১৫৭

কেবল আসার আশা, ভবে আসা, আসামাত্র হলো।
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে, ভ্রমর ভুলে র'লো॥
মা নিম খাওয়ালে চিনি বলে, কথায় করে ছলো।
ওমা মিঠার লোভে তিত মুখে সারাদিনটা গেল॥
মা খেলবি বলে ফাঁকি দিয়ে নাবালে ভূতলে।
এবার যে-খেলা খেলালে মাগো, আশা না পুরিল॥
রাম প্রসাদ বলে, ভবের খেলায় যা হবার তাই হলো।
এখন সন্ধ্যাবেলায় কোলের ছেলে ঘরে নিয়ে চলো॥

(রামপ্রসাদ সেন)

ব্যাখ্যা : সহজ সরল পদ, এর মধ্যে জটিলতা বিশেষ কিছুই নেই—কিন্তু কাব্যিক প্রকাশে এটি সার্থক গীতিকবিতার স্বীকৃতি লাভ করতে পারে। কবি মনে করেছেন, জগন্মাতৃকা তাঁর লীলার কারণে তাঁকে সংসার-ক্ষেত্রে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু এখানে জন্মগ্রহণ করিয়ে সংসারের বিবিধ প্রলোভনে ভুলিয়ে তাঁকে কাম্যবস্তুর কথা একেবারেই ভুলিয়ে দিয়েছেন—অসার সংসারচক্রে প্রলোভিত করে সিদ্ধির পথ বিস্মৃত করিয়েছেন। বহুদিন সংসার-যাত্রার পর যেন কবির ঘোর কেটেছে, তিনি বলেছেন, সুখের ছলনা দিয়ে ঘেরা দুঃখের খেলা অনেক হয়েছে, এইবার তিনি মায়ের কাছেই ফিরে যেতে চান।

আসার আশা—আসার সাধারণ অর্থ, আগমন করা। সেই অর্থে গ্রহণ করলে পৃথিবীতে জন্মলাভের আশা। **যেমন চিত্রের...ভুলে র'লো**—একটি অসাধারণ উপমা সৃষ্টি করে কবি তাঁর সংসার-জীবনের ক্রিয়াকলাপকে বিচার করেছেন। ভ্রমরের আসল কাম্য প্রস্ফুটিত পদ্ম, কিন্তু নিপুণ চিত্রের সাহায্যে তাকে সেটি পদ্মফুল বলে ভুল করালে সে যেমন তাতেই নিবদ্ধ হয়ে থাকে, কবিও অমৃত আশা করে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবার পর জগন্মাতৃকার মায়ায় সংসারের ছোট ছোট আনন্দ-বেদনাকেই পরমার্থ মনে করে তাতেই নিবদ্ধ হয়ে জীবন কাটালেন। **নিম খাওয়ালে...ছলো**—এক ধরনেরই অর্থ—সংসারপাশে বদ্ধ হওয়া নিমের মত তিক্ত দ্রব্যের প্রতি আকর্ষণেরই

সমতুল্য। কিন্তু মায়ের এমনই ছলনা যে কবি তাকেই এতদিন চিনি বা কাম্যবস্তু মনে করে গ্রহণ করে এছেন। **খেলবি বলে....না পুরিল**—মা তাঁকে লীলাখেলার লোভ দেখিয়েই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হতে বাধ্য করেছেন, অথচ হিংসাদ্বেষ-কলহের যে খেলা সারাজীবন তিনি খেললেন তাতে মনের আশা পূর্ণ হল না। **ঘরে নিয়ে চলো**—অর্থাৎ সংসার জীবন থেকে মুক্তি দিয়ে মা যেন তাঁর চরণেই কবিকে স্থান দেন, এই কবির মিনতি।